দৈনিক ইত্তেফাক

62

তারিখ NOV. 17 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

খাইলেই চলিবে না, হজমেরও প্রয়োজন আছে

আমি একজন শিক্ষক। ১৯৫৮ সাল হইতে এই পেশায় নিয়োজিত আছি। স্বভাবতই অতীতের শিক্ষা পদ্ধতির সহিত বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। আমাদের আমলে যে বিষয়গুলি যেভাবে শিখানো হইত, এখন আর তাহা হয় না। কালের বিবর্তনে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সেই সাথে ইহাও ভাবা দরকার যে, যে পরিবর্তন আনা হইতেছে, উহা কতটুকু সুফল বহিয়া আনিতেছে ? ইংরেজী পাঠ্যবই হিসাবে যে বইগুলি (ইংলিশ ফর টু-ডে) পড়ানো হইতেছে, সেগুলি আগাগোড়া কেবল সংলাপে ভরা। এইগুলি পড়িয়া কি কখনো স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব ? আর একটি পদ্ধতি হইল অবজেকটিভ। এই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের যে সর্বনাশটুকু বাকি ছিল, উহা ষোল-কলায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীকে কেবল জানিতে হয়, লেখার প্রয়োজন পড়ে না। জানা এক জিনিস আর তাহা লিখিয়া দেওয়া অন্য জিনিস। হয়তো কেহ ইহার প্রতিবাদ করিবেন এই বলিয়া যে, সারা বিশ্বে এই নিয়ম চালু আছে। তাহাদের জ্ঞাতার্থে বলি, পাশ্চাত্যের লেখাপড়া আর বাংলাদেশের লেখাপড়া এক জিনিস নয়। একবার এক কলেজ ছাত্রের উপর প্রচন্ড রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'তুমি কলেজে ভর্তি হলে কী করে? তোমার পেটে তো ক্লাস ফোর-এর বিদ্যা নাই'। ছেলেটি মাথা নিচু করিয়া উত্তর দিয়াছিল, 'কী করব স্যার, সবই তো প্রায় অবজেকটিভ। সামান্য পড়লেই চলে, লেখার প্রয়োজন হয় না।' আর একবার এক ভদ্রলোক বলিলেন, 'স্যার, এম,এ, পাস করেছি বটে, কিন্তু এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দু'তিন লাইনের একটি দরখাস্ত ইংরেজীতে লেখার যোগ্যতা আমার নাই।

কেন আগেকার আমলে খুব কম ছেলে প্রথম বিভাগে পাস করিত আর এখন কেনই বা খুব কম ছেলে তৃতীয় বিভাগে পাস করে, কেনই বা একটি ছাত্রকে চার পাঁচটি লেটারসহ চার মার্ক লইয়া এস,এস,সি বা এইচ,এস,সি পাস করিবার পরেও উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি হইতে হিমশিম খাইতে হয়, আর কেনই বা তাহাকে কোচিং সেন্টারে ভর্তির ট্রেনিং নিতে হয়– এইসব ভাবিবার সময় আসিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো পরিবর্তন আনা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিবে। আর তাহা হইল শিক্ষকের সমস্যা। দুঃখজনক হইলেও সত্যি যে, এখন অনেক ইংরেজীর শিক্ষক অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান রাখেন। আমি ইংরেজীতে এম,এ, পাস বেশ কয়েকজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আমার আছে– ইহার ইংরেজী আই হেভ কেন, মাই হেভ বলিলে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু কেহই যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নাই। অনুমাননির্ভর মুখস্থ বিদ্যা লইয়া তাঁহারা শিক্ষাকতা করেন, যাহা বিষবৎ ক্রিয়ার মত। আমি স্বীকার করিতেছি যে, শিক্ষক হইলেই যে তিনি সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইবেন, এমন নহে। কিন্তু অজ্ঞতারও তো সীমা রহিয়াছে। কিছুদিন আগে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগের এক পত্র হইতে জানিয়াছিলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপককে ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষকের দুষ্প্রাপ্যতা কোন্ পর্যায়ে গিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবক্ষয়কে ঠেকাইবার বোধ হয় এখনই প্রকৃষ্ট সময়। আমার মতে প্রবীণ যে সকল শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে তাঁহাদিগকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের অবসর মঞ্জুর করিতে হইবে। কেবল ডিগ্রীনির্ভর শিক্ষক হইলেই চলিবে না। কোন কোন স্কুলে কিছু বিদেশী বই যেমন হাউডেন রিচাডস্ জুনিয়ার ইংলিশ বা রেডিয়ান্ট রিডিং ইত্যাদি পড়ানো হয়। এই বইগুলি হইতে শিখিবার কিছুই নাই, কেবল মগজ ধোলাই ছাড়া। এই বইগুলি তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সিলেবাসের বোঝা লাঘব করিতে হইবে। পাশ্চত্য দেশগুলিতে পাঁচ বৎসরের কোন ছেলে বা মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা হয় না। তাহারা একটি ব্যাপার ভাল করিয়া জানে, যাহা আমরা জানি না (জানিলে তিন বছরের শিশুকে প্লে গ্রুপে পাঠাইতাম না) যে একটি গ্লাসে আর যাহাই হউক এক কলসি পানি ধরান সম্ভব নহে।

অল্প পড়া অধিক সময় ধরিয়া শিখাইতে হইবে এবং এমনভাবে শিখাইতে হইবে যেন উহা সহজে ভুলিয়া না যায়। আজিকার পড়া যদি আগামীকাল ভুলিয়া যায় তাহা হইলে এই পাঠের কোন প্রয়োজন নাই। একটি কথা মনে রাখা দরকার, কেবল খাইলেই চলিবে না, হজমেরও প্রয়োজন আছে এবং ইহাই প্রধান বিষয়।

আব্দুল মোমেন
৫৬ শান্তিবাগ, ঢাকা